সংবাদ

তারিখ ...30. JUL. 2015...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ১-৫ ...

বদলগাছীর গোবরচাঁপা হাইস্কুল ও সর. প্রা. বিদ্যালয়

সরকারি স্কুল মাঠে হাট-বাজার শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত

সানজাদ রয়েল সাগর বদলগাছী (নওগাঁ)

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার গোবরচাঁপা উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার বসায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটছে। হাটের কারণে বর্ষা মৌসুমে কাঁদা আর শুষ্ক মৌসুমে ধুলাবালিতে মাঠটি নষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারছে না। সপ্তাহে সোমবার দিনে ঐ স্কুলে অ্যাসেম্বেলী হয় না। ওইদিন দুটি বিদ্যালয়ে পুরাপুরি ক্লাসও হয় না।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, এই দুটি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি হাট-বাজার ইজারাদারের কাছে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। হাটের ইজারাদার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় বিদ্যালয়ের মাঠে হাটটি বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। দুটি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষ ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিরা হাট ইজারাদারের কাছে পরোক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন, বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার বসানো বন্ধ করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয়ের মাঠে হাট-বাজার বসানো বন্ধ করতে পারেনি। তাই হাটের ইজারাদার নিজ উদ্যোগে প্রতিবছর ওই দুটি বিদ্যালয়ের কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে দেন।

সরেজমিনে গত সোমবার সকালে ওই দুটি স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, এই দুটি বিদ্যালয় মাঠজুড়ে কাঁচা তরিতরকারির পাইকারি হাট বসছে। হাটুরাদের পদচারণায় বিদ্যালয় মাঠেটি মুখরিত হয়ে উঠেছে। মাঠজুড়ে তরি-তরকারি কেনাবেচা চলছে। এসব কাঁচা মালামাল ট্রাক, ভুটভুটি, ভ্যানযোগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘড়ির কাটা সাড়ে ৯টা ঘরে যাওয়া পরপরই হাটুরাদের ভিড় ঠেলে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ঢোকার দৃশ্য চোখে পড়ে। এসব শিক্ষার্থীরা হাটুরাদের ভিড়ে ক্লাসে যেতে পারছিল না। অনেক ছাত্রছাত্রী হাটুরাদের গা ঘেঁষে বিদ্যালয় মাঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। বিদ্যালয়ে ২৫-৩০ জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সপ্তাহে দুই দিন শুক্রবার ও সোমবার বিদ্যালয় মাঠে হাট বসে। এই দুই দিন ভোর থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত হাট চলে। শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় ওইদিন তাদের কোনো সমস্যা হয় না। সোমবার দিন বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে হাট-বাজার বসার কারণে ওইদিন ঠিকমত ক্লাস হয় না। এই দিনে বিদ্যালয়ে অধিকাংশই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে না। অপরদিকে হাট-বাজারের কারণে বিদ্যালয় মাঠটি নষ্ট হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের অ্যাসেম্বেলী ও খেলাধূলা বন্ধ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ২/৩ জন নারী শিক্ষার্থী বলেন, তরুণ শ্রেণির হাটুরা তাদের ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা তাদের অতিক্রম করে ক্লাসে ঢোকার চেষ্টা করলে শরীরে আঘাত লাগে। আমরা বিদ্যালয়ের মাঠে হাট-বাজার বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

অভিভাবকেরা জানায়, ওই দুটি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি প্রতিবছর হাট ইজারাদারের কাছে মোটা অংকের টাকা নিয়ে স্কুল মাঠটিতে হাট-বাজার বসানোর সুযোগ করে দিয়েছেন। হাটের ইজারাদার আব্দুর রহমান মথুরাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার বন্ধের কোন উদ্যোগ নেয়নি। একারণে অধিকাংশই অভিভাবক হাট-বাজারের দিনে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যেতে দেয় না। দুর্গাপুর গ্রামের অভিভাবক বকুল হোসেন বলেন, বিদ্যালয় মাঠে হাটের কারনে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

গোবরচাঁপা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক মামুনুর রশিদ জানান, ২০০৯ সাল থেকে বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগছে। হাটের ইজারাদার প্রথম দিকে মাঠ ভাড়া বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এখন হাটের ইজারাদারের কাছে সরাসরি টাকা-পয়সা নেওয়া হয় না। গত বছর হাটের ইজারাদারকে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ ভবনের দেওয়ালে গ্রীল দেওয়ার চুক্তি ছিল। ইজারাদার এখনো চুক্তি মোতাবেক গ্রিল লাগায়নি। ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাঘাত ঘটার কথা স্বীকার করে জানান, এই স্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৬৩৬ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সোমবার হাটের দিন হওয়ায় ২০০ থেকে ২৫০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে। বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার বন্ধের অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। গোবরচাঁপা হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক আহসান হাবিব বলেন, বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগানো যেহেতু কেউ বন্ধ করতে পারেনি। তাই হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে কোন কিছু দাবি করলে তিনি আমাদের আবদার রাখেন। বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজারের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, হাটুরাদের চিৎকারে ক্লাসে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার মাঠে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারে না।

বদলগাছী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লা আল মামুন বলেন, আমি অল্প কিছুদিন আগে এখানে যোগদান করেছি। বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে কোন বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগানো উচিৎ নয়।

বদলগাছী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ছানাউল হাবিব বলেন, 'কোনো বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগানো যাবে না'। হাট ইজারাদার আব্দুর রহমান জানান, তিনি চলতি বছর হাটটি প্রায় ২৩ লাখ টাকায় ইজারা নিয়েছেন। হাটের জায়গা না থাকায় বিদ্যালয় মাঠে হাট লাগানো হয়। একারণে প্রতি বছরই দুটি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় তার মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোটা অংকের টাকা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় মাঠে হাট-বাজার লাগানোর কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কোন অসুবিধা হয় না বলে তিনি দাবি করেন।

বদলগাছীর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হুসাইন শওকত বলেন, আমার বিষয়টি জানা আছে। শিগগিরই বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হবে।